সংবাদ

তারিখ 22 JUN 2008
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৭

রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ছাত্রদলের পোস্টার

প্রতিনিধি, খুবি

দেশের একমাত্র সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত খ্যাত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের ব্যানারে পোস্টারিং করায় ক্যাম্পাসে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘ এক মাস গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রাক্কালে এই ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে ছাত্রলীগ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার ব্যানারে 'শেখ হাসিনার সালাম নিন, ছাত্রলীগে যোগ দিন/ মুক্ত শেখ হাসিনা তোমাকে অভিনন্দন' ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের ব্যানারে 'খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি চাই/দেশ গড়েছেন শহীদ জিয়া, নেত্রী মোদের খালেদা জিয়া' ইত্যাদি স্লোগান সমৃদ্ধ ৬-৭টি পোস্টার দেখা যায়। উপস্থিত শিক্ষার্থীরা পোস্টার দেখার পর ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজারকে বিষয়টি জানান। এ সময় প্রত্যক্ষদর্শীরা মোবাইল ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখে। পরে ছাত্র বিষয়ক পরিচালকের নির্দেশে পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলা হয়। ধারণা করা হচ্ছে রাতের আঁধারে কে বা কারা এ কাজটি করেছে। তবে এখন পর্যন্ত তা শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে ক্যাফেটেরিয়া ম্যানেজার শেখ আবু তালেব জানান, 'শনিবার বিকেল পর্যন্ত ক্যাফেটেরিয়ার গায়ে কোন রাজনৈতিক পোস্টার ছিল না; কিন্তু রোববার সকালে কিছু কিছু শিক্ষার্থী আমাদের বিষয়টি জানায়। এছাড়া ক্যাফেটেরিয়ার দেয়ালে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের পোস্টার লাগানো থাকে বলে সেদিকে আমাদের খেয়াল থাকে না।

ছাত্র বিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ড. মনিরুল ইসলাম বলেন দুটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার একই হাতের লেখা। তাই মনে হচ্ছে এ কাজ কোন সংঘবদ্ধ চক্রের কাজ। তবে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সেপ্টেম্বর ক্যাম্পাসে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবিরের ব্যানারে পোস্টারিং করা হয়।

ওই বছরই শিবিরের পোস্টারসহ এগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের একজন ছাত্র হাতেনাতে ধরা পড়ে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসক্লাবটি দীর্ঘদিন ধরে শিবিরের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে বলে অভিযোগ সাধারণ শিক্ষার্থীদের। ক্যাম্পাসে শিবিরের মহড়ার খবর বিভিন্ন জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে ফলাও করে ছাপা হয়।

পোস্টার লাগানোর বিষয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. সাইফুদ্দিন শাহ সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার জন্য একটি অশুভ চক্র এ কাজটি করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকেই এই ক্যাম্পাসে রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে। এছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ই প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখার শপথ করানো হয়। তারা আবার রাজনীতি চায়- এটা বিশ্বাস করা হাস্যকর। তবে তিনি জানান, যে কোন মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজ